ইমারত নির্মাণ কাজের স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিনামা

এই চুক্তিনামা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: _____

প্রকল্পের ঠিকানা: _____

১. পক্ষসমূহ

এই চুক্তি _____ তারিখে নিম্নলিখিত পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পাদিত হইল:

প্রথম পক্ষ (মালিক):
নাম: _____
ঠিকানা: _____
জাতীয় পরিচয়পত্র/টিআইএন: _____

দ্বিতীয় পক্ষ (ঠিকাদার):
নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম: _____
ঠিকানা: _____
লাইসেন্স নম্বর: _____

২. কাজের পরিধি **(Scope of Work)**

ঠিকাদার মালিকের অনুমোদিত নকশা ও স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করিবে:
- ভবনের ধরন ও ব্যবহার: _____
- তলা সংখ্যা: _____
- মোট নির্মাণ এলাকা: _____ বর্গফুট
- অনুমোদিত নকশা নম্বর: _____

৩. চুক্তিমূল্য ও পরিশোধ কাঠামো

মোট চুক্তিমূল্য: _____ টাকা।

পরিশোধের ধাপসমূহ:
১) অগ্রিম: _____%
২) ভিত্তি সম্পন্নের পর: _____%
৩) ছাদ ঢালাই শেষে: _____%
৪) ফিনিশিং শেষে: _____%
৫) চূড়ান্ত হস্তান্তরের সময়: _____%

Retention Money: মোট বিলের _____% ১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

৪. সময়সীমা ও বিলম্ব

কাজ শুরুর তারিখ: _____
সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ: _____

অযৌক্তিক বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতিদিন _____ টাকা জরিমানা প্রযোজ্য হইবে।
Force Majeure পরিস্থিতিতে সময় বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

৫. উপকরণের মান ও গুণগত নিশ্চয়তা

সকল নির্মাণ সামগ্রী BNBC ও সরকার অনুমোদিত মান অনুসারে ব্যবহার করিতে হইবে।
রড, সিমেন্ট, বালি, পাথর, ইট ইত্যাদি নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

৬. নিরাপত্তা ও বীমা

শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সেফটি গিয়ার, সাইট সিকিউরিটি এবং দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ দায় ঠিকাদারের।

প্রয়োজনে Contractor’s All Risk Insurance গ্রহণ করিতে হইবে।

৭. পরিবর্তন **(Variation)** ও অতিরিক্ত কাজ

মালিকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো পরিবর্তন কার্যকর হইবে না।
অতিরিক্ত কাজের জন্য আলাদা লিখিত অনুমোদন ও মূল্য নির্ধারণ আবশ্যক।

৮. গ্যারান্টি ও ত্রুটি দায় **(Defects Liability)**

কাজ সমাপ্তির পর ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত কাঠামোগত ত্রুটির দায় ঠিকাদার বহন করিবে।
ত্রুটি দেখা দিলে ৩০ দিনের মধ্যে মেরামত করিতে হইবে।

৯. চুক্তি বাতিলকরণ

যদি কোনো পক্ষ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে চুক্তি বাতিল করা যাইবে।

১০. বিরোধ নিষ্পত্তি **(Arbitration Clause)**

উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।
প্রয়োজনে সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।
বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রযোজ্য হইবে।

১১. হস্তান্তর ও সমাপ্তি সনদ

কাজ সম্পন্নের পর যৌথ পরিদর্শন করিয়া সমাপ্তি সনদ প্রদান করা হইবে।
সাইট সম্পূর্ণ পরিষ্কার অবস্থায় হস্তান্তর করিতে হইবে।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর: _____

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর: _____

সাক্ষী ১: _____

সাক্ষী ২: _____